

মুশফিক প্রধানকে: চোখ থাকিতে অন্ধ কেন?

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

এটি কি চোখের অসুখ, না মনের অসুখ? আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বুক পকেটে কলম রেখে প্রায়ই কলম হারিয়ে গেছে ভেবে কলম খুঁজে হয়রান হয়ে যেতেন, আশপাশের সকলকে ও অস্থির করে তুলতেন। অর্থাৎ চোখ থাকিতে অন্ধ হওয়ার মত। মুশফিক প্রধানের হয়েছে ঠিক তেমনি অবস্থা। কী কাভ, দেখুন তো! এর আগে তিনি Philosophy এর বাংলা মনোবিজ্ঞান বলে চালিয়ে দিলেন, সেটি না হয় অনিচ্ছাকৃত ভুল; এবার দাবী করলেন - আমার পূর্বকার লেখায় উল্লেখ করা পল কার্জের *Transcendental Temptation* বইটি তিনি ইন্টারনেটে খুঁজে পাননি। তবে বোঝাই যাচ্ছে তিনি বেশ চষে বেড়িয়েছেন ইন্টারনেট! কীভাবে? যেমনঃ তিনি পল কার্জের যে ১৬ টি বইয়ের তালিকা দিয়েছেন, সেখানে ১২ নাম্বার বই টি *Transcendental Temptation!* নীচে পড়ে দেখুন :

URL: <http://www.vinnomot.com/Anika/KasemIslam/PradhanJahedPindi.pdf>

পাঠকদের কেউ এ নিয়ে হাসাহাসি করবেন না, প্লিজ! কারণ- Attention Deficiency Disorder (ADD) এক ধরনের অসুখ। এ কারণে আমি রাগ করিনি না মুশফিক প্রধান আমাকে সদালাপের লেখক বলাতে, যদি ও আমি মুস্তফা মনার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর সাথে জড়িত এবং মূলতঃ মুস্তফা মনাতে ই লিখে থাকি।

এবার সংক্ষেপে আরো কয়েকটি সংশ্লিষ্ট বিষয়।

Professor Emeritus এর মানে মুশফিক এখন ও বুঝে ওঠতে পারেননি। ক্যালিফোর্নিয়াতে থেকে ও সাহায্য নিয়েছেন দেশ থেকে আনা (নাকি, এখানে কিনা?) মাকাতা আমলের সামসদ অভিধানের। অনেকে দেশ থেকে ইউরোপ/আমেরিকা আসার সময় মোক সুদুল মুমেনিন, নূরানী খাবনামা এ জাতীয় বইয়ের সাথে সামসদ অভিধান ও নিয়ে আসেন। অথচ একটি Oxford Advanced Learner's Dictionary কিংবা RH Webster's College Dictionary এ চোখ বুলালে মানেটা আর ও সহজ এবং সঠিক উপায়ে জানা যায়। দেখা যাক Oxford Dictionary এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী Professor Emeritus এর মানে কী দাঁড়ায়।

emeritus/...../adj (..)(of a university teacher, esp a professor) having retired, but keeping her or his title as an

honor

আশা করি মুশফিক বুঝতে পারছেন, emeritus এর বাংলা তরজমা **চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত** ধরে নিলে মানেটা কী ভাবে পালটে যায়।

কুদ্দুস খান, মুশফিক এবং আলী রিয়াজ- এঁদের কেউই পল কার্জের লেখা এবং ব্যক্তিগত দর্শনের সাথে পরিচিত নন বলেই আমার মনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পল কার্জ সম্পর্কে এদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আমাকে গালফ ওয়ারের সময় জনৈক বাঙালীর মুখে শোনা ওই উক্তিটি মনে করিয়ে দেয়: *জানেন, সাদ্দামের হাতে এমন একটা অস্ত্র আছে যেটির খবর সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না!*

খান, রিয়াজ না হয় পল কার্জ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ছিলেন (*আমি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার প্রবন্ধটির লিংক চাচ্ছি ভিন্নমত সম্পাদক মিস্টার খানের কাছে*), কিন্তু প্রধান, আপনি ও তো কিছু যাচাই না করেই ফট করে বলে বসলেন যে পল কার্জের ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। *ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হলে বুঝি মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক?* আপনি কি ভাই গিরিশ চন্দ্র, রাম মোহন রায়, এদের নাম শোনেন নি ?

সব শেষে বলে রাখিঃ ইন্টারনেটে লেখালিখি করার সুবিধা হল কোন কিছু না জেনেই একগাদা আবোল তাবোল কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যায়, কারণ, যাই লিখি ছাপা তো হবেই। পল কার্জের কাজ সম্বন্ধে না জেনে, বা কোন প্রবন্ধ বা বই না পড়েই তার সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে ফেলা যায়, ইন্টারনেট থেকে ‘কাট এন্ড পেস্ট’ করে, এমনকি কি ‘কাট এন্ড পেস্ট’ করা হল সেটার দিকে না তাকিয়েও। এধরনের অবার্চীন লেখার জবাব দেওয়াটাও নিরর্থক। আর তর্কের খাতিরে তর্ক করার মনন বা সময় কোনটি আমার নেই। তাই বিশেষ জরুরী প্রয়োজন মনে না করলে এ বিষয়ে আমি ভবিষ্যতে মনতব্য করা থেকে বিরত থাকবো।

শুভেচ্ছা সকলকে।

নিউ ইয়র্ক

১১/১৭/২০০৮